GOVT. GENERAL DEGREE COLLEGE SALBONI

DEPARTMENT OF SANSKRIT

STUDY MATERIAL FOR BACHELOR OF ARTS (HONOURS)

MAJOR IN SANSKRIT (under CCFUP, 2023) Course- Major I/ Minor Disc. I

Critical Survey of Sanskrit Literature (Vedic Literature)

Prepared by

UJJAL KARMAKAR
ASSISTANT PROFESSOR
DEPT. OF SANSKRIT, GGDC SALBONI

GGDC SALBONI

চতুর্বেদের ভাষ্যকারগণ

দুরূহ বেদের অর্থাববোধের জন্য কালে কালে প্রমুখভাষ্যকারেরা বেদব্যাখ্যায় ব্রতী হয়েছেন। প্রত্যেক ভাষ্যকার ভিন্ন ভিন্ন শৈলীতে বেদ ব্যাখ্যা করেন। নিরুক্ত আমরা – ঐতিহাসিক, পরিব্রাজক, আধ্যাত্মিক, যাজ্ঞিক, নৈরুক্ত প্রভৃতি বেদব্যাখ্যার ১৬টি প্রস্থানের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

ঋগ্বেদের – বর্তমানে ঋগ্বেদের প্রায় ১৫ টির মতো ভাষ্য পাওয়া যায়। প্রায় অংধিকাংশ ভাষ্য ঋক-সংহিতার অংশ বিশেষের উপর রচিত। কেবল বেঙ্কটমাধব এবং সায়ণাচার্য এই দুজন ঋগ্বেদের সম্পূর্ণ ভাষ্য রচনা করেন। সায়ণাচার্য রচিত ভাষ্যই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। সায়ণ রচিত বেদভাষ্যের নাম – মাধবীয়-বেদার্থপ্রকাশ। তিনি তাঁর পূর্বসূরী স্কন্দস্বামী, বেঙ্কটমাধব প্রমুখকে অনুসরণ করে যাজ্ঞিক পক্ষে বেদ ব্যাখ্যা করেন।

বেদ	ভাষ্যকার	অন্যান্য তথ্যাবলী
ঋগ্বেদ	১. স্কন্দস্বামী	প্রাচীনতম ভাষ্যকার (যাজ্ঞিক পক্ষে), নিরুক্তেরও টীকা রচনা করেছেন।
	২. নারায়ণ	স্কন্দস্বামীর সহায়ক। এই বেদের ৫,৭এবং ৮ অষ্টকের ভাষ্য লেখেন। আশ্বলায়ন শ্রৌ.সূ. ভাষ্য লেখেন- নারায়ণীবৃত্তি।
	৩.উদ্গীথ	উনিও স্কন্দস্বামীর সহায়ক ছিলেন। যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা। ১০ মণ্ডলের ৫ম তম সূক্ত হতে ৮৩ তম সূক্ত পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেন।
	৪. বেঙ্কটমাধব	ভাষ্যের নাম –ঋগর্থদীপিকা। সম্পূর্ণ ঋগ্বেদের ভাষ্য রচনা করেন। যাজ্ঞিক পন্থী।
	৫.আনন্দতীর্থ, আত্মানন্দ	আনন্দতীর্থ ও আত্মানন্দ দুজনই আধ্যাত্মিক পক্ষে বেদের ব্যাখ্যা করেন। প্রথমজন ঋক্ বেদের প্রথম ৪০টি সূক্তের ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয় জন কেবল- অস্যবামীয়(১.১৬৪) সূক্তের ভাষ্য লেখেন। পূর্বোক্ত সকলেই সায়ণ পূর্ববর্তী কালের।
	৬.সায়ণাচার্য	ভাষ্যের নাম- বেদার্থপ্রকাশ, (পিতা-মায়ণ, মাতা-শ্রীমতি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

		–মাধবাচার্য।), পূর্য়াচার্যদের ন্যায় যাজ্ঞিক দৃষ্টিতে বেদব্যাখ্যা করেন।
সামবেদ (কৌথুমশাখার)	১.মাধব ২. সায়ণাচার্য	১. মাধবীয় বিবরণ বা সামবিবরণ (সত্যব্রত সামাশ্রমী আবিষ্কার করেন।) ২. টীকার নাম –বেদার্থ প্রকাশ। সায়ণ সামবেদীয় ৮টি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেছেন। সামবেদের উপর এছাড়া ভরতস্বামী এবং দৈবজ্ঞসূর্যপণ্ডিতের ভাষ্য পাওয়া যায়।
কৃষ্ণযজুর্বেদ (তৈত্তিরীয় সংহিতা)	ভবস্বামী, গুহদেব, ভট্টভাস্কর,সায়ণ, বেঙ্কটেশ প্রমুখ ৮জন ভাষ্যকারের ভাষ্য পাওয়া যায়।	তৈত্তিরীয় সংহিতার উপর ভট্টভাস্কর রচিত ভাষ্যের নাম হল – জ্ঞানযজ্ঞ। সায়ণাচার্য সর্বপ্রথম তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্য রচনা করেন।
শুক্লযজুর্বেদ	মা.সং.- শৌনক, উবট, মহীধর, রাবণ, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ	সায়ণাচার্য মাধ্যন্দিন সংহিতার ভাষ্য রচনা করেন নি। উবট ও মহীধরের ভাষ্যই প্রচলিত।
	কা.সং. – সায়ণ, আনন্দবোধ, অনন্তাচার্য, হলায়ুধ	কাণ্ব সংহিতার ৪০টির মধ্যে কেবল ২০টি অধ্যাযের ভাষ্য রচনা করেন সাযণ। হলায়ুধ রচিত ভাষ্যের নাম- ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব। অনন্তাচার্য রচিত ভাষ্য- ভাবার্থদীপিকা। আনন্দবোধের ভাষ্য – কাণ্ববেদমন্ত্রভাষ্যসংগ্রহ।
অথর্ববেদ	সায়ণ	অথর্ববেদের অধুনাপি সায়ণভাষ্যই উপলব্ধ। সায়ণ অর্থববেদের ভাষ্যারম্ভে বলেছেন – বেদত্রয় পারত্রিক ফলদায়ী, আর অথর্ববেদ ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ ফলদায়ী।

GDC SALBONI